আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর
লিখিত কিতাব "নেকীর দাওয়াত" এর
একটি অংশ সংশোধন ও পরিবর্ধন সহকারে

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৪০
WEEKLY BOOKLET:240

মুচকি হাসা সুন্নাত

- একটু মুচকি হাসী কিনা করতে পারে?
- সাহাবীরা কি হাসতেন?
- শিক্ষিতদের মুর্খতা
- মুচকি হাসার আশ্চর্যজনক ডাক্তারী উপকারীতা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "নেকীর দাওয়াত" এর ২০০ থেকে ২১০ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

মুচকি হাসা সুন্নাত

আত্তারের দোয়া: হে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই "মুচকি হাসা সুন্নাত" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে **তোমার প্রিয় মুচকি হাসী সম্পন্ন সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিয়ামতের দিন শাফায়াত দ্বারা ধন্য করে জান্নাতুল ফেরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশ করার সৌভাগ্য নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার নিকটবর্তী সেই হবে, যে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। (তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস ৪৮৪)

নেকীর দাওয়াত দেয়া সদকা স্বরূপ

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিজের (দ্বীনি) ভাইয়ের সাথে মুচকির হেসে সাক্ষাত করা তোমাদের জন্য সদকা স্বরূপ আর নেকীর দাওয়াত দেয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করাও সদকা।"

(তিরমিযী, ৩/৩৮৪, হাদীস ১৯৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কথা বলার সময় মুচকি হাসা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত হাদীস শরীফে মুচকি হেসে সাক্ষাত করা, নেকীর দাওয়াত দেয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করাকে সদকা বলা হয়েছে। سُبْحٰنَ الله! মুচকি হেসে সাক্ষাত করার ব্যাপারে কি আর বলবো! মুচকি হেসে সাক্ষাত করা, মুচকি হেসে কাউকে বুঝানো সাধারণত নেকীর দাওয়াতের দ্বীনি কাজকে খুবই কার্যকর ও সহজতর বানিয়ে দেয় আর আশ্চর্যজনক সাফল্যের মাধ্যম হয়। জী হ্যাঁ আপনার সামান্য মুচকি হাসি কারো মন জয় করে তার গুনাহে ভরা জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিতে পারে এবং সাক্ষাতের সময় অন্যমনষ্ক ও অসতর্কতার সহিত এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে হাত মিলানো কারও মন ভেঙ্গে দিয়ে তাকে مَعَاذَ الله পথভ্রষ্টতার গভীর গর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। এজন্য যখনই কারো সাথে সাক্ষাত করবেন, কথা বলবেন তখন যথাসম্ভব মুচকি হাসতে থাকুন। যদি রুক্ষ মেজাজ বা অন্য মনষ্ক হয়ে সাক্ষাত করার অভ্যাস থাকে তবে মিশুক ও মুচকি হাসার অভ্যাস গড়তে চেষ্টা করতে থাকুন, বরং মুচকি হাসার অভ্যাস দৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনে কাউকে দায়িত্বও দিন যে, সে অন্যদের সাথে কথা বলার সময় আপনার মুখ ভারী করতে দেখলে তবে যেনো মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে বা তিনি আপনাকে এরূপ চিরকুট লিখে দেখায়: "কথা বলার সময় মুচকি হাসা সুন্নাত।" জ্বী হ্যাঁ আসলেই এটা সুন্নাত। যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকাতাবাতুল মদীনার ৮১ পৃষ্ঠা সম্বলিত "উত্তম চরিত্র" কিতাবের ২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত উম্মে দরদা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا হযরত সায়্যিদুনা আবু দরদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে বলেন: তিনি সব কথা মুচকি হেসেই বলতেন, আমি যখন তাঁকে

www.dawateislami.net

এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি উত্তর দিলেন: "আমি **সুন্দর চরিত্রের অনুপম আদর্শ, রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেছি যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথাবার্তা বলার সময় মুচকি হাসতেন।"

(মাকারিমুল আখলাক লিত তাবারানী, ৩১৯ পৃষ্ঠা, নম্বর ২১)

জিস কি তাসকিঁ সে রোতে হুয়ে হাঁস পড়ে উস তাবাচ্ছুম কি আ'দাত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০৩ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হাদায়িকে বখশীশ শরীফের "সালামে রযা" এর এই পংক্তি "জিস কি তসকিঁ সে রোতে হুয়ে হাঁস পড়ে' এর সর্বশেষ শব্দ 'পড়ে' আ'লা হযরতের মাদানী চিন্তাধারার এক মহান অংশ। কেননা 'পড়ে' এর স্থলে যদি 'পড়ে' লেখা হতো, তবে অর্থগতভাবে কোন একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত হতো! কিন্তু আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'পড়ে' লিখে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান গুণ বর্ণনা করে দিলেন। যেমনটি এই পংক্তির অর্থ হলো: জাহেরী হায়াতে তো প্রশান্তি দেয়াতে দুঃখী অন্তরে পুষ্পকলি ফুটে উঠতো, কিন্তু আজও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন কোন দুঃখীকে স্বপ্নে কিংবা কোন গোলামকে কবরে সান্তনা দেন, তখন সে প্রশান্তি লাভ করে। এই পংক্তিতে এটাও ইশারা রয়েছে: হাশরেও নিজের গুনাহগার উম্মতকে আশাতীত প্রশান্তি ও সান্তনা প্রদান করবেন। দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ হলো: এই প্রশান্তি দানের মুবারক অভ্যাসের প্রতি লাখে সালাম বর্ষিত হোক। হযরত মাওলানা সায়্যিদ আখতার হামেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পংক্তিতে কিরূপ নিশ্চয়তা জুড়ে দেন:

মুদতারিব গম সে হোতে হুয়ে হাঁস পড়ে রঞ্জ সে জান কো'তে হোয়েয় হাঁস পড়ে
বখত জাগ উটি সুতে হোয়েয় হাঁস পড়ে জিস কি তাসকিঁ সে রোতে হোয়ে হাঁস পড়ে
উস তাবাচ্ছুম কি আ'দাত পে লাখো সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হাত মিলানোর সময় মুচকি হাসা মাগফিরাতের উপায়

এক বর্ণনায় রয়েছে; হযরত নুফাই আ'মা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: হযরত বারাআ বিন আযিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো তখন তিনি আমার হাত ধরে আমার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করলেন আর মুচকি হাসতে লাগলেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: জানো আমি এরূপ কেন করলাম? আমি আরয করলাম: না। তখন বলতে লাগলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে সাক্ষাতের সৌভাগ্য দান করলেন, তখন আমার সাথে এমনই করেছেন, অতঃপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: জানে আমি এরূপ কেন করলাম? তখন আমি আরয করলাম: না। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যখন দুই জন মুসলমান সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা (করমর্দন) করে এবং উভয়ে একে অপরের সামনে **আল্লাহ পাকের** জন্য মুচকি হাসে, তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(মু'জামু আওসাত, ৫/৩৬৬, হাদীস ৭৬৩)**

বাগে জান্নাত মে মুহাম্মদ মুচকুরাতে জায়েঙ্গে
ফুল রহমত কে ঝরেঙ্গে হাম উঠাতে জায়েঙ্গে

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মুচকি হাসির ভাল-মন্দ নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত হাদীসে পাকে **'আল্লাহ পাকের** জন্য' বাক্যটি ভালো নিয়্যতেরই ব্যাখ্যা প্রদান করে। যাইহোক কোন মুসলমানের সাথে হাত মিলানো ও কথাবার্তার সময় মুচকি হাসা শুধু ঐ অবস্থাতেই আখিরাতের সাওয়াব ও মাগফিরাতের মাধ্যম যখন এই হাত মিলানো শুধু **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির নিয়্যতে হবে। নিজেকে মিশুকতার

www.dawateislami.net

গুণে গুণান্বিত করা, কোন সম্পদশালী কিংবা রাজনৈতিক "ব্যক্তিত্বের" মন খুশি করা, পার্থিব ঘৃণ্য স্বার্থান্বেষী "ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব" বৃদ্ধি করা এবং مَعَاذَ الله সুশ্রী বালকের হাত স্পর্শ করা ও তার প্রত্যুত্তরে মুচকি হাসির মাধ্যমে গুনাহেভরা মজা নেয়া ইত্যাদি মন্দ নিয়্যত সহকারে যেনো না হয়। আসলেই ঐ ইসলামী ভাই বড়ই সৌভাগ্যবান, যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভ, নিজের মাগফিরাত করানো, সুন্নাতের অনুসরনের সাওয়াব অর্জন, মুসলমানের মন খুশি করা, একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামী ভাইদের নেক আমলের অনুসারি ও সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মুসাফির বানানো ইত্যাদি অবস্থার প্রেক্ষিতে ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে সাক্ষাত ও কথাবার্তার সময় মুচকি হাসতে থাকে।

অট্টহাসি শয়তানের পক্ষ থেকে

খিলখিলিয়ে হাসা উচিৎ নয়, কেননা এটা সুন্নাত নয় বরং এটা তো শয়তানের পক্ষ থেকে। যেমনটি হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلۡقَهۡقَهَةُ مِنَ الشَّيۡطَانِ وَالتَّبَسُّمُ مِنَ اللّٰهِ অর্থাৎ অট্টহাসি হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে আর মুচকি হাসি **আল্লাহর** পক্ষ থেকে।" (মু'জামু সগীর, ২/১০৪, হাদীস ১০৫৩)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: অট্টহাসি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আওয়াজ করে হাসা, শয়তান এটা পছন্দ করে আর এর উপর আরোহন করে, পক্ষান্তরে মুচকি হাসি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অল্পসময়ের নিঃশব্দ হাসি। (ফয়যুল কদীর, ৪/৭০৬, হাদীস ৬১৯৬) প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: মুচকি হাসি ভালো বিষয় (আর) অট্টহাসি মন্দ বিষয়, তাবাস্‌সুম

www.dawateislami.net

তথা মুচকী হাসি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক অভ্যাস ছিলো (অতএব) যখনই কারো সাথে সাক্ষাত করবেন মুচকি হেসে সাক্ষাত করুন। (মিরাতুল মনাজীহ, ৭/১৪)

অট্টহাসি গুনাহ নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! অট্টহাসি যদিও শয়তানের পক্ষ থেকে, মন্দও এবং সুন্নাতও নয়, তবুও গুনাহ নয়। যেমন ধরুন কোন আলিম সাহেব বা বুযুর্গকে অট্টহাসি দিতে দেখলেন, তখন তার ব্যাপারে নিজের অন্তরে কখনোই খারাপ কিছু মনে করবেন না।

নিরবতা বেশি হাসি কম

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিক নীরবতা অবলম্বনকারী এবং অল্প হাসি প্রদানকারী ছিলেন। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৭/৪০৭, হাদীস ২০৮৫৩) হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাদীসে মুবারাকা জড়ো করাতে যেই বিষয়টি প্রকাশ হলো তা হলো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাধারণত তাবাস্সুম তথা মুচকি হাসি থেকে বেশি হাসতেন না আর কখনও বেশি হয়ে গেলে তা হতো হাসি এবং স্পষ্ট যে, তা অট্টহাসি হতো না।

(মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ২/৫৪)

সাহাবীরা কি হাসতেন?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে জিজ্ঞাসা করা হলো: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীরা কি হাসতেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ এবং তাঁদের হৃদয়ে পর্বতের চাইতেও দৃঢ় ঈমান ছিলো। (শরহুস সুন্নাহ, ৬/৩৭৫) প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: প্রশ্নকারী হয়তো ঐ

www.dawateislami.net

হাদীস শুনেছে, "অত্যধিক হাসা অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয়", তাই তিনি হয়তো ভেবেছেন, সাহাবায়ে কিরামরা (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) কি কখনো হাসতেন না। কেননা তাঁরা তো জীবিত অন্তরের অধিকারী ছিলেন, তাই তাদের সাথে হাসির কোন সম্পর্ক নেই! (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর 'হ্যাঁ') উত্তরের উদ্দেশ্য হলো: হাসা হারাম নয় হালাল। তাঁরা (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) ঐ হাসি হাসতেন না, যা অন্তরকে মৃত করে দেয় অর্থাৎ সর্বদা হাসতে থাকা। বরং ঐ হাসিই হাসতেন, যা অন্তরকে সতেজ রাখে ও সামনের মানুষকেও সতেজ করে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪০৪)

কাউকে হাসতে দেখে পাঠ করার দোয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কাউকে হাসতে দেখবেন তখন "বুখারী শরীফে" উল্লিখিত এই দোয়াটি পাঠ করা উচিৎ: اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তোমাকে হাসিখুশি রাখুক।) (বুখারী, ৪/১২৩, হাদীস ৬০৮৫)

মুবাল্লিগরা ঘোষণার মাধ্যমে মসজিদে হাসতে নিষেধ করুন

মসজিদে কোন প্রেক্ষিতে মুচকি হাসির তো অনুমতি রয়েছে কিন্তু হাসি ও অট্টহাসির অনুমতি নেই। অতএব মসজিদে বয়ান চলাকালে এমন কোন কথা আসছে যাতে উপস্থিত লোকদের হাসার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে মুবাল্লিগের উচিত, এভাবে ঘোষণা করা:

মনোযোগ দিন! এখন আমরা মসজিদে অবস্থান করছি আর মসজিদে প্রয়োজনে শুধু মুচকি হাসির অনুমতি রয়েছে অর্থাৎ এমন হাসি যার শব্দ নিজেও শুনবে না, স্বশব্দে কোন অবস্থাতেই হাসবেন না। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মসজিদে হাসা কবরে অন্ধকার নিয়ে আসে।" (জামে সগীর, ৩২২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫২৩১)

www.dawateislami.net

নামাযে হাসার বিধান

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার ৩৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'নামাযের আহকাম'** এর ২২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (১) রুকু ও সিজদা বিশিষ্ট নামাযে প্রাপ্তবয়স্ক কেউ অট্টহাসি দিলো অর্থাৎ এত জোরে হাসলো যে, পার্শ্ববর্তী লোকেরা শুনলো, তবে অযুও ভঙ্গ হলো এবং নামাযও ভঙ্গ হলো। আর যদি এমন আওয়াজে হাসলো যে, হাসির আওয়াজ শুধু নিজে শুনলো তবে নামায ভঙ্গ হলো, অযু ভঙ্গ হলো না, মুচকি হাসলে নামাযও ভঙ্গ হবে না, অযুও ভঙ্গ হবে না। (মারাকিউল ফালাহ, ৯১ পৃষ্ঠা) মুচকি হাসিতে মোটেই আওয়াজ হয় না, শুধুমাত্র দাঁত দেখা যায়। (২) প্রাপ্তবয়স্ক কেউ জানাযার নামাযে অট্টহাসি দিলো তবে নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো, অযু ভঙ্গ হলো না। (মারাকিউল ফালাহ, ৯১ পৃষ্ঠা) (৩) নামাযের বাইরে অট্টহাসি দেয়াতে অযু ভঙ্গ হয় না তবে পুনরায় করে নেয়া মুস্তাহাব। (মারাকিউল ফালাহ, ৮৪ পৃষ্ঠা) আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো অট্টহাসি দেননি, অতএব আমাদেরও চেষ্টা করা উচিৎ, এই (অট্টহাসি না দেয়ার) সুন্নাতকে জীবিত করা এবং আমরা জোরে জোরে না হাসা।

মুসলমান ভাইয়ের জন্য মুচকি হাসা সদকা স্বরূপ

হযরত আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের ভাইয়ের জন্য মুচকি হাসাও "সদকা", নেকীর আদেশ দেয়াও "সদকা", অসৎকাজে বারণ করাও "সদকা", বিপথগামীদের পথপ্রদর্শন করাও "সদকা", দূর্বল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নদের সাহায্য করাও "সদকা", রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা, হাড় সরানোও "সদকা" স্বরূপ, নিজের বালতি থেকে নিজের ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়াও

www.dawateislami.net

"সদকা" স্বরূপ। (তিরমিযী, ৩/৩৮৪, হাদীস ১৯৬৩) তাছাড়া অপর এক বর্ণনায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রত্যেক ঋণ (প্রদান করাও) সদকা স্বরূপ। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/২৮৪, হাদীস ৩৫৬৩)

আর্থিক সদকার সংজ্ঞা

সাধারণত যখন "সদকা" শব্দটি বলা হয় তখন মন "দান-খয়রাত" এর দিকে চলে যায়। নিঃসন্দেহে দান-খয়রাতকেও সদকা বলা হয়, আসুন! এখন "আর্থিক সদকা"র সংজ্ঞা জেনে নিই। যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৪১৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'যিয়ায়ে সাদাকাত'** কিতাবের ৩২ থেকে ৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আভিধানিকভাবে সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: عَطِيَّةٌ يُّرَادُبِهَا الْمَثُوْبَةُ لَاالْمَكْرَمَةُ (মুনজিদ) অর্থাৎ "সদকা" হলো ঐ উপহার (Gift) যার মাধ্যমে নিজের সম্মান বৃদ্ধির পরিবর্তে সাওয়াবের ইচ্ছা পোষণ করা হয়ে থাকে। (উদ্দেশ্য হলো, ঐ উপহারকে সদকা বলা হয়, যা প্রদান করার উদ্দেশ্য নিজের সম্মান বৃদ্ধি ও বাহবা অর্জন নয় বরং শুধুমাত্র সাওয়াবের নিয়্যতে দেয়া হয়।) আল্লামা সৈয়দ শরীফ জুরজানী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সদকার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: هِيَ الْعَطِيَّةُ تَبْتَغِيْ بِهَا الْمَثُوْبَةَ অর্থাৎ সদকা হলো ঐ উপহার (Gift) যা **আল্লাহ পাকে**র দরবার থেকে সাওয়াবের আশায় দেয়া হয়। (কিতাবুত তারিফাত, ৯৫ পৃষ্ঠা)

সদকা ইস ইন'আম কে কুরবান ইস ইকরাম কে
হো রাহিহে দোনো আলম মে তোমারি ওয়াহ ওয়াহ

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই নাতের পংক্তিতে বলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাকে**র এই

www.dawateislami.net

নেয়ামতের প্রতি আমি উৎসর্গিত যে, **তিনি আপনাকে** সকল সৃষ্টির মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদার মালিক বানিয়েছেন আর এটা **তাঁরই** দয়া যে, উভয় জগতে আপনার মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদার সাড়া জাগছে।

সব সে আওলা ও আলা হামারা নবী সব সে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অভ্যন্তরীন রোগ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামায ও সুন্নাতের উপর আমলের অভ্যাস গড়তে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, নেককার হওয়ার ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত "নেক আমল" অনুযায়ী জীবনের দিন ও রাত অতিবাহিত করে নিজেকে সুন্নাতের ছাঁচে ঢালার চেষ্টা করতে থাকুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে একজন অভ্যন্তরীন রোগে আক্রান্ত রোগীর আরোগ্য লাভের একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি। যেমনটি এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ বর্ণনা: আমি বহুদিন যাবৎ অভ্যন্তরীন রোগে ভুগছিলাম। রোগের মাত্রা এমন ছিলো যে, যখনই ঘুমাতে যেতেন কঠিন পরীক্ষার পড়ে যেতাম। চিকিৎসায় অনেক টাকা ব্যয় করার পরও আরোগ্য লাভ হলো না, আমি এই রোগের কারণে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি যখন শুনলাম যে, মাদানী কাফেলায় দোয়া কবুল হয়, তখন সাহস করে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলায় সফরের সময় আমি অধিকহারে দোয়া করি এবং এর বরকতে আমার রোগ এমনভাবে দূর হয়ে গেলো যে, যেনো কখনও ছিলোই না!

www.dawateislami.net

কলব পর জঙ্গ হো, কাফিলে মে চলো, নফস সে জঙ্গ হো, কাফিলে মে চলো
পাওঁ মে লঙ্গ হো, কাফিলে মে চলো, দরদ সে তঙ্গ হো, কাফিলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয়া কবুলে বিলম্ব হওয়াতে চিন্তিত হবেন না

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর আরোগ্য লাভের মাধ্যম হয়ে গেলো আর কেনইবা হবে না, সফরের সময় তাও আশিকানে রাসূলের সান্নিধ্যে দোয়া যে করা হয়েছিলো। **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দাদের সান্নিধ্যে করা দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয়না। যদি কখনো দোয়া কবুলে দেরীও হয়, তবু ভীত হওয়া ও তাড়াহুড়ো করা উচিৎ নয়। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাকতাবাতুল মদীনার ৩১৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'ফাযায়িলে দোয়া'** কিতাবের ৯৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না, হাদীস শরীফে রয়েছে: **আল্লাহ পাক** তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না। একটি হলো, যে গুনাহের দোয়া করে, দ্বিতীয় হলো, যে এমন কিছু চায় যাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তৃতীয় হলো, যে দোয়া কবুলে তাড়াহুড়ো করে যে, আমি দোয়া করলাম, এখনো কবুল হলো না। এরূপ ব্যক্তিরা হতাশ হয়ে দোয়া করা ছেড়ে দেয় আর লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে থাকে।

দোয়া কবুল হওয়ার উপায়

কোন রোগীর আরোগ্য লাভ হচ্ছে না, তবে প্রথমে কিছু দান করে দিন অতঃপর মাকরূহ সময় ব্যতীত দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে কেঁদে কেঁদে দোয়া করুন, اِنْ شَآءَ الله কবুল হবে। **'ফাযায়িলে দোয়া'** এর ৫৯ থেকে ৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (দোয়া কবুলের আদবসমূহের মধ্য হতে) আদব

www.dawateislami.net

নং ৫: দোয়ার পূর্বে কোন নেক আমল করে নিবে, যাতে **আল্লাহ পাকের** রহমত তার (দোয়া প্রার্থনাকারীর) প্রতি নিবদ্ধ হয়। সদকা, বিশেষ করে গোপনে দান করা দোয়া কবুলের জন্য খুবই সহায়ক। (২৮তম পারা সূরা মুজাদালার ১২ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَیْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً

(পারা ২৮, সূরা মুজাদালা, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তোমাদের আবেদনের পূর্বে কিছু সদকা প্রদান করো।

(দোয়ার পূর্বে সদকা করা ওয়াজিব নয়; মুস্তাহাব) ৬১নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: আদব নং ৯: মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে একাগ্রতার সহিত দুই রাকাত নফল নামায পড়বে কেননা তা রহমত লাভের মাধ্যম আর রহমত হলো নেয়ামত লাভের মাধ্যম। (১২টি সময়ে নফল নামায পড়া নিষেধ, এই সময়গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা মাকতাবাতুল মদীনার **'ফাযায়িলে দোয়া'** কিতাবের ৬১-৬২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেখে নিন)

অকেজো কিডনীর চিকিৎসা হয়ে গেলো

বাবুল মদীনার এক "অভিজাত ব্যক্তি"র জন্ডিস হলো, পেটে পানি জমে গেলো, কিডনীও নষ্ট হয়ে গেলো এবং হুঁশ চলে গেলো, অনেক বড়লোক ছিলো এবং পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলো। তাদের বার্ধক্যের অবলম্বনও সে ছিলো, শোকের মাতম উঠলো, ১৮জন ডাক্তার তাকে দেখে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো, সবাই দুরারোগ্য বলে ঘোষণা দিলো। ১৯ নম্বর ডাক্তার এলো, তিনি রোগীর পিতামাতাকে বললেন: চিকিৎসা পদ্ধতিতে স্বল্পতা রয়েছে আর তা আপনারাই করতে পারেন, আমি আশা করি **আল্লাহ পাকের** দয়া হয়ে যাবে। সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু সদকা করুন অতঃপর দুই রাকাত নফল নামায আদায় করে কেঁদে কেঁদে দোয়া করুন।

www.dawateislami.net

দান সদকা, নফল নামায ও দোয়া করা শুরু করে দেয়া হলো, পিতামাতা তিনদিন ধরে কেঁদে কেঁদে নিজেদের সন্তানের সুস্থতার জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে প্রার্থনা করতে থাকলো, তৃতীয় দিন اَلْحَمْدُ لِلّٰه কিডনী কাজ করতে শুরু করলো, জন্ডিস ও পেটের পানি কমতে শুরু করলো এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই আশ্চর্যজনকভাবে রোগী একেবারেই সুস্থ হয়ে গেলো।

শিফা দেয় ইলাহী শিফা দেয় ইলাহী গুনাহ কে মরয কো মিটা দেয় ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুটি নেশা

হযরত মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় তোমরা আপন **প্রতিপালকের** পক্ষ থেকে দলীলের (অর্থাৎ হেদায়াত) উপর রয়েছো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে দু'টি নেশা প্রকাশ পাবে না। এক; মুর্খতার নেশা, দুই; দুনিয়াবি জীবনকে ভালবাসার নেশা। ব্যস তোমরা (এখনো তো) নেকীর আদেশ দিচ্ছো আর অসৎকাজে নিষেধ করছো এবং **আল্লাহর** পথে জিহাদ করছো, (কিন্তু) যখন তোমাদের মাঝে দুনিয়ার ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন তোমরা না নেকীর আদেশ দিবে, না অসৎকাজে নিষেধ করবে আর না **আল্লাহর** রাস্তায় জিহাদ করবে। ব্যস তখন কুরআন ও সুন্নাতের কথা বলা লোকেরা মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীর মতো হবে। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ৭/৫২৩, হাদীস ১২১৫৯)**

শিক্ষিতদের মুর্খতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! বর্তমানে এই দু'টি "ঘৃণ্য নেশা" ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুর্খতার নেশায় আজ আমাদের

www.dawateislami.net

অধিকাংশই মত্ত রয়েছে। হয়তো আপনারা মনে করছেন যে, শিক্ষা তো ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে এবং বিভিন্ন স্থানে স্কুল ও কলেজ খোলা হয়েছে, এখন আর মুর্খতা কোথায়? তবে ক্ষমা করবেন! দুনিয়াবী শিক্ষা 'মুর্খতা'র প্রতিকার নয়। সত্য এটাই যে, ইসলামী বিধান সম্বলিত ফরয জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই দ্বীন থেকে মুর্খতা দূর হতে পারে। বর্তমানে মুসলমানদের অধিকাংশের নিকট প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষার খুবই অভাব রয়েছে। দুনিয়া আজ যাদেরকে "শিক্ষিত' বলছে তাদের অধিকাংশই বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কুরআনে করীম পাঠ করতে পারে না! এটা মুর্খতা নয় তো কি? "শিক্ষিত"দের নিকট অযু ও গোসলের বিশুদ্ধ পদ্ধতি কিংবা নামাযের রুকনসমূহ জিজ্ঞাসা করুন তো, কেউ বলতেও পারবে না হয়তো, তাদেরকে জানাযার দোয়া পড়ে শুনানোর আবেদন করে দেখুন, হয়তো মাথা লুকাতে থাকবে! আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের মনোযোগ শুধুই দুনিয়াবী শিক্ষার দিকে, সর্বত্র এরই গ্রহণযোগ্যতা, সমস্ত ধন-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্য এতেই ব্যয় করা হচ্ছে, পক্ষান্তরে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ফ্রি পাঠদানের, ফ্রি খাওয়ানোর এবং ফ্রি থাকার সুযোগ-সুবিধা দেয়ার পরও খালি পড়ে আছে। নিঃসন্দেহে এসব "দুনিয়াবী জীবনের নেশারই" কারিশমা।

মুঝে দরপে ফির বুলানা মাদানী মদীনে ওয়ালে
মায়ে ইশক ভি পিলানা মাদানী মদীনে ওয়ালে

(ওসায়িলে বখশীশ, ২৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পূর্ববর্তীদের ন্যায় প্রতিদান

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের কিছু লোক এমনও হবে, যাদেরকে পূর্ববর্তীদের (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) ন্যায় প্রতিদান দেয়া হবে। يُنْكِرُوْنَ الْمُنْكَر তারা অসৎকাজে নিষেধকারী হবে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/৫৭৬, হাদীস ১৬৫৯২)

হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** মুসলমানদের এই সম্প্রদায়ের যাদের মাধ্যমে দ্বীনকে শক্তিশালী করবেন, তাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ন্যায় সাওয়াব দান করবেন।

(ফয়যুল কদীর, ১/৬৮০, হাদীস ২৪৮৫)

কোন মুবাল্লিগ কোন সাহাবীর সমন হতেই পারেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত বর্ণনা থেকে কেউ এরূপ মনে করবেন না যে, অসৎকাজে নিষেধকারী মুবাল্লিগরা সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সম-পরিমাণ মর্যাদা অর্জন করবে, এটা কখনোই হবে না, এটা বিধিবদ্ধ বিষয় যে, সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যেই সাহাবীয়্যতের মর্যাদা অর্জিত রয়েছে, সাহাবী নন এমন কোন উম্মতের অর্জিত যেকোন ফযীলত এর তুলনা করতে পারে না। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَاتَسُبُّوْا اَصْحَابِي فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَابَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِم وَلَانَصِيْفَهٗ অর্থাৎ আমার কোন সাহাবীকে গালমন্দ করো না, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ ব্যয় করে, তবে তা তাঁদের এক বা অর্ধ 'মুদ' পরিমাণও হবে না। (বুখারী, ২/৫২২, হাদীস ৩৬৭৩) 'মুদ' হলো একটি পরিমাণ যা দুই হেজাযী রিতলের হয়ে থাকে আর রিতল হলো প্রায় আধা সের

www.dawateislami.net

ওজনের সমপরিমাণ আর সাহাবী নন এমন কেউ কোটি কোটি নেকী করেও একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবে না। যেমনটি মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১ম খন্ডের ২৫৩ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: "কোন অলী যত বড় মর্যাদারই হোক না কেনো, কোন সাহাবীর মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না।" ২৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেন: হাদীসটিতে ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথীদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে: "তাদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য পঞ্চাশ জনের (সমপরিমাণ) প্রতিদান রয়েছে, সাহাবীগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলো: তাদের মধ্যে পঞ্চাশ জনের না কি আমাদের মধ্যে? ইরশাদ করলেন: বরং তোমাদের মধ্যে।" তো প্রতিদান তাঁদের (অর্থাৎ ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথীদের) বেশি হয়ে গেলো, কিন্তু ফযীলতে তারা সাহাবীদের (عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان) সমানও হতে পারবেন না, বেশি হওয়া তো দূরের কথা। কোথায় ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথী হওয়া আর কোথায় **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবীয়্যত! এর উদাহরন নিঃসন্দেহে এভাবে বুঝে নিন যে, বাদশাহ কোন লড়াইয়ে উজির এবং কিছু অফিসারকে প্রেরণ করলেন, সেই লড়াইয়ে জয় লাভ করাতে অফিসারদেরকে এক লাখ টাকা করে পুরস্কার দিলেন আর উজিরকে সন্তুষ্টির বার্তা দিলেন, আর এতে পুরস্কার বিবেচনায় অফিসাররাই বেশি পেয়েছে, কিন্তু কোথায় সে (লাখ টাকা প্রাপ্ত অফিসার) আর কোথায় (বাদশাহের সন্তুষ্টির সনদপ্রাপ্ত) প্রধান উজিরের সম্মাননা! (বাহারে শরীয়াত, ১/২৪৭-২৫৩)

সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মহত্বপূর্ণ মর্যাদাকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে বর্ণিত দু'টি ঘটনা থেকে বুঝে নিন: (১) হযরত

www.dawateislami.net

মুয়াফা ইবনে ইমরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে শ্রেষ্ঠ? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন আর বলতে লাগলেন: **হুযুর আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীর উপর সাহাবী নন এমন কারো তুলনা করবে না। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হলেন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর অহী লিখক আর অহীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। (তারিখে বাগদাদ, ১/২২৪। তারিখে দামেশক, ৫৯/২০৮) (২) কেউ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলো: হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মধ্যে উত্তম কে? বললেন: "**আল্লাহ**র শপথ! **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহচর্যে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঘোড়ার নাকে প্রবেশ করা ধূলাবালি হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে হাজার গুণ উত্তম। (ফতোওয়ায়ে হাদীসিয়া, ৪০১ পৃষ্ঠা)

শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা ইবনে হাজর হাইতামী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বিতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেন: এতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উদ্দেশ্য এটাই যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত ও সহচর্যের যে মর্যাদা পেয়েছেন, তার সমান কোন আমল বা মর্যাদা হতেই পারে না।

(ফতোওয়ায়ে হাদীসিয়া, ৪০১ পৃষ্ঠা)

হামকো আসহাবে মাহবুবে খোদা সে পেয়ার হে
اِنْ شَآءَ الله দো জাহাঁমে আপনা বেড়া পাড় হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব **'নেকীর দাওয়াত'** এর বিষয়বস্তু এখানেই শেষ হলো।)

www.dawateislami.net

মুচকি হাসার আশ্চর্যজনক ডাক্তারী উপকারীতা

☆ মানুষের চেহারায় দুইশত পয়েন্টস এমন রয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন এক্সপ্রেশনস (Expressions) এবং আবেগ যেমন; রাগ, দুঃখ, উদাসীনতা, লজ্জা ইত্যাদি ফুটে উঠে আর এই দুইশত পয়েন্টস মিলে চেহারায় বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রদান করে। মুচকি হাসি চেহারার জন্য একমাত্র এমন কাজ, যার কারণে এই দুইশত পয়েন্টস সক্রিয় হয়ে যায়।

☆ যে ব্যক্তি মুচকি হাসাতে অভ্যস্ত নয়, তবে তার চেহারা এক্সপ্রেশনলেস (Expressionless) অর্থাৎ অনুভূতিহীন হয়ে যায় বরং এভাবে বুঝে নিন যে, ঠান্ডা হয়ে যায়।

☆ **আল্লাহ পাক** মানব শরীরে রোগ ব্যাধির সাথে লড়াই করার যেই সিস্টেম রেখেছেন, যাকে Immune System বলা হয়, মুচকি হাসাতে এই শক্তি বৃদ্ধি পায়।

☆ টেনশন রিলিফ (Tension relief) করাতে মুচকি হাসির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর তা ব্লাড প্রেসারের (Blood Pressure) জন্য উপকারী প্রভাব বিস্তার করে।

☆ ইউনানী চিকিৎসার বইয়ে রয়েছে: হাঁপানি (Asthma) যা একটি কঠিন রোগ, বলা হয়; এটি কবর পর্যন্ত সাথে যায়, মুচকি হাসিকে হাঁপানিরও একটি চিকিৎসা বলা হয়েছে।

☆ যখন কোন ব্যক্তি মুচকি হাসে তখন তার শরীর থেকে এন্ড্রোফিন (Endrophine) নামক একটি হরমোন নির্গত হয়, যা একটি প্রাকৃতিক ব্যথানাশক (Natural Pain Killer) ঔষধ।

www.dawateislami.net

☆ একটি গবেষণা মতে, একবার মুচকি হাসি মানব মস্তিষ্ককে দুই হাজার চকলেট বারেরও বেশি গতিশীল ও প্রফুল্ল করে থাকে।

☆ সবচেয়ে বড় বিষয় হলো; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাবাস্‌সুম তথা মুচকি হাসতেন, এব্যাপারে দু'টি হাদীসে মুবারাকা শুনুন:

(১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশি কাউকে মুচকি হাসতে দেখিনি।

(তিরমিযী, ৫/৫৪২, হাদীস ২২৭)

(২) হযরত জারীর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বক্তব্য হলো: যখন থেকে আমি ইসলাম কবুল করেছি, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে বাধা দেননি অর্থাৎ যা চেয়েছি প্রদান করেছেন এবং যখনই আমাকে দেখতেন মুচকি হেসেই দেখতেন। (তিরমিযী, ৫/৫৪২, হাদীস ২৩০)

জিস কি তাসকীঁ সে রুতে হোয়ে হাস পড়েঁ
উস তাবাসসুম কি আ'দত পে লাখো সালাম

একটু ভাবুন তো! যদি আপনি ঘরে সবার সাথে মুচকি হেসে কথা বলেন, পথে কারো সাথে সাক্ষাত হলে তবে আপনার চেহারা মুচকি হাসি এসে যায়, মসজিদে নামাযীদের সাথে মুচকি হাসি বিনিময় হতে থাকে তবে আপনার ভেতরের পরিবেশ ও বাইরের পরিবেশ কিরূপ সুন্দর হয়ে যাবে! নিশ্চয় ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে মুসলমান ভাইয়ের সাথে মুচকি হেসে সাক্ষাত করাতে اِنْ شَآءَ الله চারিদিকে ভালবাসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে মাঝে মাঝে লোকেরা সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে আর তিনি প্রত্যেকের সাথেই

www.dawateislami.net

মুচকি হেসে সাক্ষাত করেন, সেই ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তখন তিনি যা বলেছেন তা শুনুন।

মুচকি হাসির উপহার

প্রশ্নঃ মুচকি হাসিরও একটা সীমা আছে, অবশেষে এতেও মানুষ ক্লান্ত হয়ে যায়, কিন্তু আপনাকে সর্বদা দেখা গেছে যে, আপনি সাক্ষাতের সময় প্রত্যেকের সাথে মুচকি হেসেই সাক্ষাত করছেন, তবে কি আপনার ক্লান্তি অনুভব হয়না?

উত্তরঃ এটা তো মুডের ব্যাপার কিন্তু আমি প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমার মুডকে ভালো রাখার চেষ্টা করি আর মুচকি হাসতে থাকি, কেননা মুচকি হাসা সুন্নাত আর সুন্নাতে নিয়্যতে মুচকি হাসাতে সাওয়াবও রয়েছে। মাঝে মাঝে তো আমি খেয়াল করেছি যে, লাগাতার মুচকি হাসার কারণে এখানে (গালে) সামান্য ব্যথাও অনুভব হয় কিন্তু আমি জোর করে মুচকি হাসি, কেননা হাদীসে পাকে রয়েছে: মুমিনের সামনে মুচকি হাসা সদকা স্বরূপ। (তিরমিযী, ৩/৩৮৪, হাদীস ১৯৬৩) যে বেচারা অনেক কষ্টে আমার নিকট আসলো, কে জানে হয়তো আমার এই মুচকি হাসিতে তার মন খুশি হয়ে যাবে। যেই বেচারা দুই ঘন্টা লাইনে দাঁড়ানোর পর পালা আসলো আমি তাকে আর কিছু দিতে না পারলেও একটি মুচকি হাসির উপহারও কি দিবো না? যদি আমি তার দিকে মুচকি হেসে তাকাই এবং مَاشَآءَاللّٰه বলে পিট চাপড়িয়ে দিই আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই তবে এতে তার মন খুশি হয়ে যাবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাত কি কাহানী উনকি যবানী, ১১তম পর্ব)

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ এর মুচকি হাসি

হুযুর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখনি হাসতেন মুচকি হাসতেন। হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাঁত মোবারক মুক্তার মতো চমকাতো।

(শামায়িলে তিরমিযী, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৫)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net